জিহাদী স্মৃতি ১৫

শহীদ মুহাম্মদ খালেদ খাজ রহিমাহুল্লাহর কথোপথন

পিতৃভূমি: ইসলামাবাদ
শাহাদাত স্থল: করম এজেন্সি

ادارہ السحاب، برصغیر
আস সাহাব মিডিয়া (উপমহাদেশ)
النصر
AN-NASR

জিহাদী স্মৃতি - ১৫

শহীদ মুহাম্মদ খালেদ খাজা (ঈসা) রহিমাহুল্লাহর কথোপথন

পিতৃভূমি: ইসলামাবাদ
শাহাদাত স্থল: করম এজেন্সি

[এই কথোপথন ২০০৯ সালের প্রথমার্ধে মুহাম্মদ খালেদ রহিমাহুল্লাহর হিজরতের পূর্বে রেকর্ড করা হয়েছে।]

প্রশ্নকর্তা: বর্তমান সময়ে আপনার দৃষ্টিতে এবং বিশেষ করে ইসলামাবাদের যুবকদের মাঝে এমন কোন কোন গুনাহ আছে, যা তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বের হতে সত্যিকার অর্থেই বাঁধা দেয়? এবং একজন সত্যিকার মুসলমান হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক?

মুহাম্মদ খালেদ: এমন গুনাহ তো একটি নয়; বরং অসংখ্য। যেন আমরা গুনাহের সাগরে নিমজ্জিত। আমাদের সব কিছুতেই গুনাহের ছড়াছড়ি; যেমন- আমাদের টিভি, মোবাইল, সংবাদ মাধ্যম, আমেরিকান মিডিয়া, আঞ্চলিক মিডিয়া, এগুলোই মূলত আসল সমস্যা, যেগুলোকে আমরা সবাই অনুসরণ করে থাকি। এছাড়া আরও সমস্যা তো আছেই।

প্রশ্নকর্তা: আমাদের এখানে যে বলা হয়, আপনি যদি ভালো হতে চান, তবে আপনার যে গুনাহগুলো আছে, সেগুলোকে ক্রমান্বয়ে

(গ্রাজুয়ালি ও পর্যায়ক্রমে) ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং ধাপেধাপে ভালো হওয়ার ও ভালো কাজ করার চেষ্টা করতে হবে। এই ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

মুহাম্মদ খালেদ: এই ব্যাপারে বলবো যে, তাদের কথাও ঠিক আছে; যারা পর্যায়ক্রমে গুনাহ ছাড়ার কথা বলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন যে, "দীনের মধ্যে যখন প্রবেশ করবে, তখন পুরাপুরি প্রবেশ করবে।" এখন এটা বলা তো অনেক কঠিন মনে হচ্ছে, তথাপিও আমার খেয়াল হলো: আপনি যখন দীনে পুরোপুরি প্রবেশ করার ও সেই অনুযায়ী আমল করার হিম্মত করবেন, তখন আপনার জন্য গুনাহগুলো ছেড়ে দেয়া অনেক সহজ হয়ে যাবে। পালাক্রমে ছেড়ে দেয়াটা অনেক কঠিন মনে হয়। তাই গুনাহগুলো এক এক করে ছেড়ে দেয়ার তুলনায় একসাথে ছেড়ে দেয়াটা অনেক সহজ লাগে আমার কাছে।

প্রশ্নকর্তা: আমরা আপনার কাছে এটাও জানতে চাচ্ছি যে, আমাদের এখানে যে নানাবিধ গুনাহ সব সমাজে ছড়িয়ে আছে; যার মাঝে অনেক গুনাহ এমনও আছে যেগুলো আমাদের দ্বারাও অনেক সময় হয়ে যায়, অর্থাৎ খোলামেলা (প্রকাশ্য) যে গুনাহগুলো আছে, এই গুনাহের কাজগুলোতে বাঁধা দেওয়ার ব্যাপারে আপনার চিন্তা-চেতনায় কী মিশন লালন করেন? এবং কোন পদ্ধতিতে বিশেষত আমরা আমাদের মহল্লা, আমাদের মারকায, আমাদের এলাকা থেকে এসব গুনাহের কাজগুলোতে বাঁধা দিতে পারি?

মুহাম্মদ খালেদ: প্রথমে আমাদের মনে গুনাহের অনুভূতি এবং এর ক্ষতির অনুভূতি জাগাতে হবে। অতঃপর আমাদের অন্তর থেকে এটা বের করতে হবে যে, পাছে দুনিয়ার লোকেরা কি বলবে! আমরা যা করবো তা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করবো। আর কোথাও যদি গুনাহের কোনো কাজ আমাদের নজরে পড়ে, তাহলে সেখানে আমরা যেকোনো উপায়েই হোক না কেন বাঁধা দিতে চেষ্টা করবো;

যেন সমাজে ফিতনা ছড়িয়ে না যায়। ফিতনার বিস্তার রোধে এই দিকেও আমাদের বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রশ্নকর্তা: অধিকাংশ সময় আমরা এই কারণ বলে থাকি যে, তারা তো গুনাহের কাজ ছেড়ে দেয় না, তাহলে ভাই- আমাদের বুঝানোর দ্বারা তাদের কী ফায়দা?

মুহাম্মদ খালেদ: আমাদের বুঝানোর দ্বারা একমাত্র উদ্দেশ্য তো এটা নয় যে, তারা সকলেই গুনাহের কাজ ছেড়ে দিবে। বরং আমাদের আসল উদ্দেশ্য তো হলো- আল্লাহ আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন; এমনিভাবে আমাদেরকে যেন এই প্রশ্ন না করা হয় যে, তোমাদের সামনে এত এত গুনাহের কাজ করা হয়েছে, আর তোমরা কিছুই করলে না? কোনো বাঁধাই দিলে না? আমাদের মূল উদ্দেশ্য এটা। (আমরা আমাদের দায়িত্ব আদায় করার পর) তারা গুনাহ ছাড়লো, নাকি ছাড়লো না —তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না।

প্রশ্নকর্তা: সবশেষে আপনি যুবকদের উদ্দেশ্যে কোন বার্তা দিতে চান?

মুহাম্মদ খালেদ: আমরা যখন বলি যে, আমরা মুসলমান; তখন একটু গভীর চিন্তা করে দেখা উচিত যে, মুসলমান কেমন হয়। আমাদের গর্ব করা উচিত যে, আমরা মুসলমান। আমাদের উচিত- সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে মুসলমান হয়ে থাকা; আমাদের বেশভূষা, আকীদা, কথাবার্তার দ্বারা যেন আমাদেরকে মুসলমান মনে হয়। এমন নয় যে, শুধু নামে মুসলমান থাকলাম। বরং সবকিছু দ্বারা মানুষ যেন বুঝতে পারে যে, আমি মুসলমান।

প্রশ্নকর্তা: এই বিষয়ে একটু বলুন! আমাদের এখানে বিশেষ করে যুবকদের মাঝে পশ্চিমা ফ্যাশন (আদর্শের) ফলো করার বিরাট

প্রবণতা রয়েছে। আমরা অনেকে মনে করি যে, হয়তোবা পশ্চিমাদের নিকটবর্তী হওয়া এবং তাদের ফ্যাশন ফলো করার মাঝেই আমাদের সৌন্দর্য ও কৃতিত্ব রয়েছে। আমাদের যুবকরা বাল্যকাল থেকেই চায় যে, তাদের মতো চেহারা-সুরত ও বেশভূষা ধারণ করতে, তাদের মতো চুল রাখতে। এসব বিষয়ে আপনি কী বলেন? এই প্রবণতার চিকিৎসা কীভাবে হতে পারে?

মুহাম্মদ খালেদ: আমি বলতে চাই যে, আমরা মুসলমান। আমাদের উচিত সুন্নতকে আমাদের ফ্যাশন বানানো। সুন্নত ছাড়া যেগুলো আছে এগুলো নিয়ে তেমন আলোচনা করার দরকার নেই। আমরা দেখবো যে, সুন্নতে কী আছে এবং সবসময় সুন্নতের উপর আমল করার চেষ্টা করবো। আমরা যখন বলি আমরা মুসলমান, তখন আমরা কীভাবে সুন্নত বাদ দিয়ে পশ্চিমাদের পিছু পিছু চলতে পারি এবং তাদের ফ্যাশন ফলো করতে পারি!

***

পরিবেশনায়: আন-নাসর মিডিয়া
১৪৪৫ হিজরী | ২০২৪ ঈসায়ী